বারিধারায় গাড়িচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু, কিশোর চালক সংশোধনাগারে



ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বারিধারায় প্রাইভেটকারের চাপায় নির্মাণ শ্রমিক মেহেদী হাসান নিহতের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১৭ বছর বয়সী আজান শরীফকে গাজীপুরের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৮-এর বিচারক মো. আব্দুল মোক্তাদির শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এদিন আজানের পক্ষে অ্যাডভোকেট মো. আলমগীর হোসেন জামিনের আবেদন করেন।

জামিন আবেদনে আজানের পক্ষ থেকে বলা হয়, ঘটনার সময় তিনি গাড়ির চালকের পাশের আসনে ছিলেন। নিহত মেহেদী শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী ছিলেন এবং হর্ন দেওয়ার পরও দ্রুত সরে যেতে না পারায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং আজানের পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ৯ লাখ টাকা নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এর আগে আজানকে আদালতে হাজির করে তাকে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার উপপরিদর্শক মো. আরিফীন ইসলাম। তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনে বলা হয়, ঘটনাস্থল ও আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দুর্ঘটনার পর প্রাইভেটকারের ডান পাশের চালকের আসনের দরজা দিয়ে আজান আলী শরীফ বের হয়ে আসেন।

আবেদনে আরও বলা হয়, তদন্তে ঘটনার সঙ্গে আজানের সম্পৃক্ততার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যাচ্ছে। মামলার তদন্ত এখনও চলছে। তদন্তের স্বার্থে তাকে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা।

মেহেদীর মৃত্যুর ঘটনায় তার বড় ভাই মোক্তাদির ইসলাম বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) গুলশান থানায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করেন। মামলায় গাড়ির চালক হিসেবে আকাশ মারক (৪৪)কে আসামি করা হয়েছে। বাদীর অভিযোগ, আকাশ বেপরোয়া গতিতে প্রাইভেটকার চালিয়ে মেহেদীকে চাপা দিলে গুরুতর আহত হয়ে তার মৃত্যু হয়।

ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে বারিধারার ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি জোনের ১ নম্বর সড়কে। নির্মাণাধীন একটি স্থাপনার পাশে ফুটপাতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ২৪ বছর বয়সী মেহেদী। এ সময় ডার্ক ব্লু রঙের একটি প্রোটন প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে উঠে তাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। তার বাড়ি নীলফামারীর ডোমার থানায়।

পুলিশের সংগ্রহ করা সিসিটিভি ফুটেজে দুর্ঘটনার পর গাড়ির চালকের পাশের দরজা দিয়ে কালো টি-শার্ট পরা এক কিশোরকে বের হতে দেখা যায়। পুলিশ জানায়, ওই কিশোরই আজান শরীফ। তিনি ঢাকার একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ও-লেভেলের শিক্ষার্থী। তার বাবা আব্বাস শরীফ বিমানবাহিনীর ক্যাপ্টেন।